২০২১

আধুনিক ভারতীয় ভাষা — বাংলা

(বাণিজ্য বিভাগ)

পূর্ণমান - ৫০

প্রান্তলিখিত সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক।
উত্তর যথাসম্ভব নিজের ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।

১। নিম্নলিখিত ***যে-কোনো একটি*** প্রবন্ধের অংশ অবলম্বনে প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর নিজের ভাষায় লেখো।

(ক) আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুণ, বিদ্বান্ এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত— যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট, কিন্তু কটমট ভাষা— যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্প নৈপুণ্য হয় না। স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের ক'রে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর— সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় তো নিজের মনে এবং পাঁচজনে ও-সকল তত্ত্ববিচার কেমন ক'রে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোনো তৈরি ভাষা কোনো কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে— যেমন সাফ ইস্পাত মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর— আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা— সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল— ঐ এক চাল নকল ক'রে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে, উন্নতির প্রধান উপায়— লক্ষণ।

(অ) আমাদের দেশে বিদ্বান ও সাধারণের মধ্যে পার্থক্য তৈরি হওয়ার কারণ কী?

(আ) 'লোকহিতায়' কারা এসেছেন? তাঁরা কেমন করে সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন?

(ই) লেখক কোন ভাষায় পাণ্ডিত্য করার কথা বলেছেন?

(ঈ) লেখকের মতে স্বাভাবিক ভাষা কোনটি?

(উ) ভাষা কেমন করে অস্বাভাবিক হচ্ছে? সেই অস্বাভাবিকতা দূর করার উপায় কী?

(ঊ) ভাষা উন্নতির প্রধান উপায় কেন? ২+৩+২+২+৪+২

(খ) আমাদের শয়নকক্ষে যেমন সূর্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রূপ মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পায় না। যেহেতু আমাদের উপযুক্ত স্কুল কলেজ একপ্রকার নাই। পুরুষ যত ইচ্ছা অধ্যয়ন করিতে পারেন— কিন্তু আমাদের নিমিত্ত জ্ঞান রূপ সুধাভাণ্ডারের দ্বার কখনও সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইবে কি? যদি কোনো উদারচেতা মহাত্মা দয়া করিয়া আমাদের হাত ধরিয়া তুলিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে সহস্রজনে বাধাবিঘ্ন উপস্থিত করেন।

সহস্রজনের বাধা ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া একজনের কার্য নহে। তাই একটু আশার আলোকদীপ্তি পাইতে না পাইতে চির নিরাশার অন্ধকারে বিলীন হয়। স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে অধিকাংশ লোকের কেমন একটা কুসংস্কার আছে যে তাঁহারা "স্ত্রীশিক্ষা" শব্দ শুনিলেই "শিক্ষা কুফলের" একটা ভাবী বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন। অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের শত দোষ সমাজ অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়া থাকে, কিন্তু সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলা দোষ না করিলেও সমাজ কোনো কল্পিত দোষ শতগুণ বাড়াইয়া সে বেচারীর ঐ "শিক্ষার" ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় এবং শত কণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া থাকে "স্ত্রীশিক্ষাকে নমস্কার।"

আজি কালি অধিকাংশ লোকে শিক্ষাকে কেবল চাকুরীলাভের পথ মনে করে। মহিলাগণের চাকুরী গ্রহণ অসম্ভব, সুতরাং এই সকল লোকের চক্ষে স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

(অ) কাদের মনোকক্ষে কেন জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করতে পারে না?

(আ) আমাদের দেশে নারী সমাজে বিদ্যাচর্চার কী অবস্থা ছিল?

(ই) নারীর অগ্রগতিতে বাধা কোথায় ছিল?

(ঈ) স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে জনমনে কী ধরনের কুসংস্কার ছিল?

(উ) "স্ত্রীশিক্ষাকে নমস্কার"— এরূপ প্রবচনের প্রচলনের হেতু কী?

(ঊ) স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করা হত কেন? ২+৩+২+৪+২+২

২। (ক) আমেরিকায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে জঙ্গি হানার (৯/১১) ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী অনধিক **১৫০** শব্দে একটি প্রতিবেদন রচনা করো। ১০

অথবা,

(খ) সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটি অনধিক **৫০** শব্দে পুনর্নির্মাণ করো। ১০

উচ্চমাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের সিলেবাসে করোনা ভাইরাস, কোভিড অতিমারির মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে রাজ্য সিলেবাস কমিটি। পাঠ্যক্রম সাজানোর কাজ শুরু হলেও এ ব্যাপারে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। কমিটির এক কর্তা বলেন, "করোনা ভাইরাস নিয়ে পাঠ্যক্রমে কোন কোন ক্লাসে কী কী পড়ানো হবে তা চূড়ান্ত হয়নি। তবে করোনা ভাইরাস নিয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়াদের মতো করে এবং একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের মতো করে পাঠ্যক্রম তৈরির কাজ করছেন বিশেষজ্ঞরা। সেই কাজ শেষ হলে অন্তর্ভুক্তির অনুমোদন পেতে হবে।"

গত দু'বছর ধরে পৃথিবীতে সব থেকে আলোচিত বিষয় করোনা ভাইরাস ও কোভিড অতিমারি। শুধু তাই নয়, এই অতিমারিকে শতাব্দীর অন্যতম বড় ঘটনা বলেও মনে করছেন অনেকে। তাই এ বিষয়টিকে পড়ুয়াদের জন্য সহজভাবে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা, তা নিয়ে গত বছরের শেষ থেকেই পরিকল্পনা করছিল সিলেবাস কমিটি। কোন বিষয়ে কোভিডকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে তা নিয়েও আলোচনা চলছে বলে সূত্রের দাবি। তবে ওই সূত্রের মতে, একাদশ শ্রেণির স্বাস্থ্য এবং শারীরশিক্ষা বইয়ে কোভিডকে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে।

৩। *যে-কোনো পাঁচটি* শব্দের বাংলা পরিভাষা লেখো — ৫

Article, Adjournment, Board of Trustee, Casual, Comptroller, Essential Service, Monogram, Power of Attorney, Saga, Xenophobia.

৪। (ক) "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির"— কবিতাটির কাব্য সৌন্দর্য বিচার করো। ১০

অথবা,

(খ) "স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভ ক্ষুধানল
তত তার বেড়ে ওঠে— বিশ্ব ধরাতল
আপনার খাদ্য বলি না করি বিচার
জঠরে পুরিতে চায়। বীভৎস আহার
বীভৎস ক্ষুধারে করে নির্দয় নিলাজ—
তখন গর্জিয়া নামে তব রুদ্র বাজ।"
— উদ্ধৃতাংশটির তাৎপর্য লেখো। ১০

৫। (ক) 'পোস্টমাস্টার' ছোটগল্পের রতন চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো। ১০

অথবা,

(খ) 'জীবিত ও মৃত' গল্পটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো। ১০